দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

35

ডাকসু নির্বাচন ।। আজই প্রচারাভিযানের শেষ দিন

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

বিভিন্ন দিক থেকে নজিরবিহীন এবারের ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনের আর মাত্র একদিন বাকী। কর্তৃপক্ষ, ভোটপ্রার্থী এবং ভোটার--সবারই দৃষ্টি এখন আগামী পরশু বুধবারের দিকে। সেদিন সকাল ৮টায় ভোট গ্রহণ শুরুর মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর ধরে অনুপস্থিত ডাকসু ও হল সংসদগুলো গঠনের সূচনা হবে।

নিয়মানুযায়ী আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ক্যাম্পাসে সকল নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে বলে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী সকল ছাত্র সংগঠন ও জোটের প্রচারাভিযান এখন তুঙ্গে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষও তাদের সকল প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছেন। ডাকসুর ২০টি পদের জন্য ১৮৪ জন এবং ১৩টি হলের ১৫৬টি পদের জন্য ৯৫৩ জন ছাত্রছাত্রী এবারের ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

এবারের নির্বাচন যেসব কারণে নজিরবিহীন সেগুলো হচ্ছে--এই প্রথমবারের মত এক ডজনেরও বেশী ছাত্র সংগঠন নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, এবারই ভোটারের সংখ্যা সর্বাধিক, গত নির্বাচনের তুলনায় এবার ভোটারের সংখ্যা অনেক বাড়লেও প্রার্থীর

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পাতার পর)

সংখ্যা অনেক কম, অন্যান্য বারের তুলনায় স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এককভাবে অন্যতম বৃহৎ শক্তির দাবীদার ইসলামী ছাত্র শিবিরের ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য তৎপরতা নেই ইত্যাদি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এবার ডাকসু নির্বাচনে ৯টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর বাইরে প্রায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করছেন। প্যানেলগুলো হচ্ছে 'সুলতান-মুশতাক-নাসির' পরিষদ (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ), 'দুদু-রিপন' পরিষদ (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল), 'শামসু-আমিন' পরিষদ (ইসলামী ছাত্র শিবির), 'কামাল বাশার' পরিষদ (ওবায়েদপন্থী ছাত্রদল), 'মুখলেস-আজম' পরিষদ (জাতীয় ছাত্রদল ও ছাত্র বিপ্লবী মঞ্চের জোট) বকর-মঈন পরিষদ (গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ ও ছাত্রলীগ জ-লু) কয়সুল-ফারুক পরিষদ (বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন), আজম-রেজা পরিষদ (বরপন্থী ছাত্রলীগ) এবং ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ওবায়েদ-মইনুল পরিষদ। এর মধ্যে মাত্র ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্যানেলই ডাকসু ও হল সংসদগুলোর সকল পদে প্রার্থী দিতে পেরেছে। এবার ডাকসুর পদগুলোর মধ্যে সাধারণ সম্পাদক পদে সর্বাধিক ১৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সহ-সভাপতি পদে প্রার্থীর সংখ্যা ১৪। গত নির্বাচনে ডাকসুর ১৯টি পদের জন্য ৩৩ জন করে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ৩৯২ জন প্রার্থী ছিল।

এবার ১৩টি হল সংসদের মোট ১৫৬টি পদে (প্রতি হলে ১২টি পদ) মোট প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ৯৫৩। এর মধ্যে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী যথাক্রমে ৮৩ এবং ৭০ জন। সর্বাধিক ১০১ জন প্রার্থী রয়েছেন সূর্যসেন হলে এবং সবচেয়ে কম ৪৮ জন এফ রহমান হলে, মেয়েদের দু'টি হলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যা সমান (৫৮ জন)।

এবার ভোটারের সংখ্যা গতবারের চেয়ে প্রায় ৭ হাজার বেশী (মোট প্রায় সাড়ে ২৪ হাজার)। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভোটার রোকেয়া হলে (৪ হাজার ৫৬০ জন)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট সংখ্যা ও মেয়েদের অন্য হলটির দখলে (শামসুন্নাহার হল ৩ হাজার ৫৬ জন)। সবচেয়ে কম ভোটার এফ রহমান হলে ৭০২ জন।

প্রস্তুতি

কর্তৃপক্ষের নির্বাচনী প্রস্তুতি এই মুহূর্তে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ছাত্র শিক্ষক অফিসার ও কর্মচারী মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার লোক নিযুক্ত করা হয়েছে নির্বাচনের কাজে। ৮০টি ব্যালট বাক্স তৈরী করা হয়েছে--যেগুলো ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে সকল হলে দেয়া হবে। ভোট গণনার জন্য ১৫৭টি টেবিল স্থাপন ও অন্যান্য প্রস্তুতির জন্য আগামীকাল দুপুর ১টা থেকে কলাভবনের সকল ক্লাস স্থগিত রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে পরবর্তী দুই দিন। কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী ব্যয় বাবদ প্রায় ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন। আগামীকাল থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত পুলিশের সহায়তায় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।

নির্বাচন উপলক্ষে একটি অন্য ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন ৪ জন ছাত্র। তারা 'ডাকসু'তে সম্ভাব্য বিজয়ীদের প্যানেল তৈরীর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কুপন বিতরণ করছেন। নির্বাচনের ফলাফলের সাথে যাদের তৈরী প্যানেল মিলে যাবে তাদেরকে দেয়া হবে ১৩টি বিভিন্ন মূল্যমানের পুরস্কার।

জাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি ঘোষণা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠেয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনের প্রার্থীদের জন্য কর্তৃপক্ষ গতকাল রোববার ১৩ দফা আচরণবিধি ঘোষণা করেছেন।

এই বিধিতে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের নির্বাচনী তৎপরতাকে বাধা দেয়া যাবে না, ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে তৎপর থাকতে হবে ইত্যাদি।

আলোচনা চলছে

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং পরিষদের একক প্যানেল গঠনের সম্ভাবনাই বেশী। এই প্যানেলে ছাত্রলীগ (সু-র) ভিপি এবং ছাত্র ইউনিয়ন জিএস পদ পেতে পারে। এছাড়া আর যে দু'টি প্যানেল হতে পারে সেগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের।